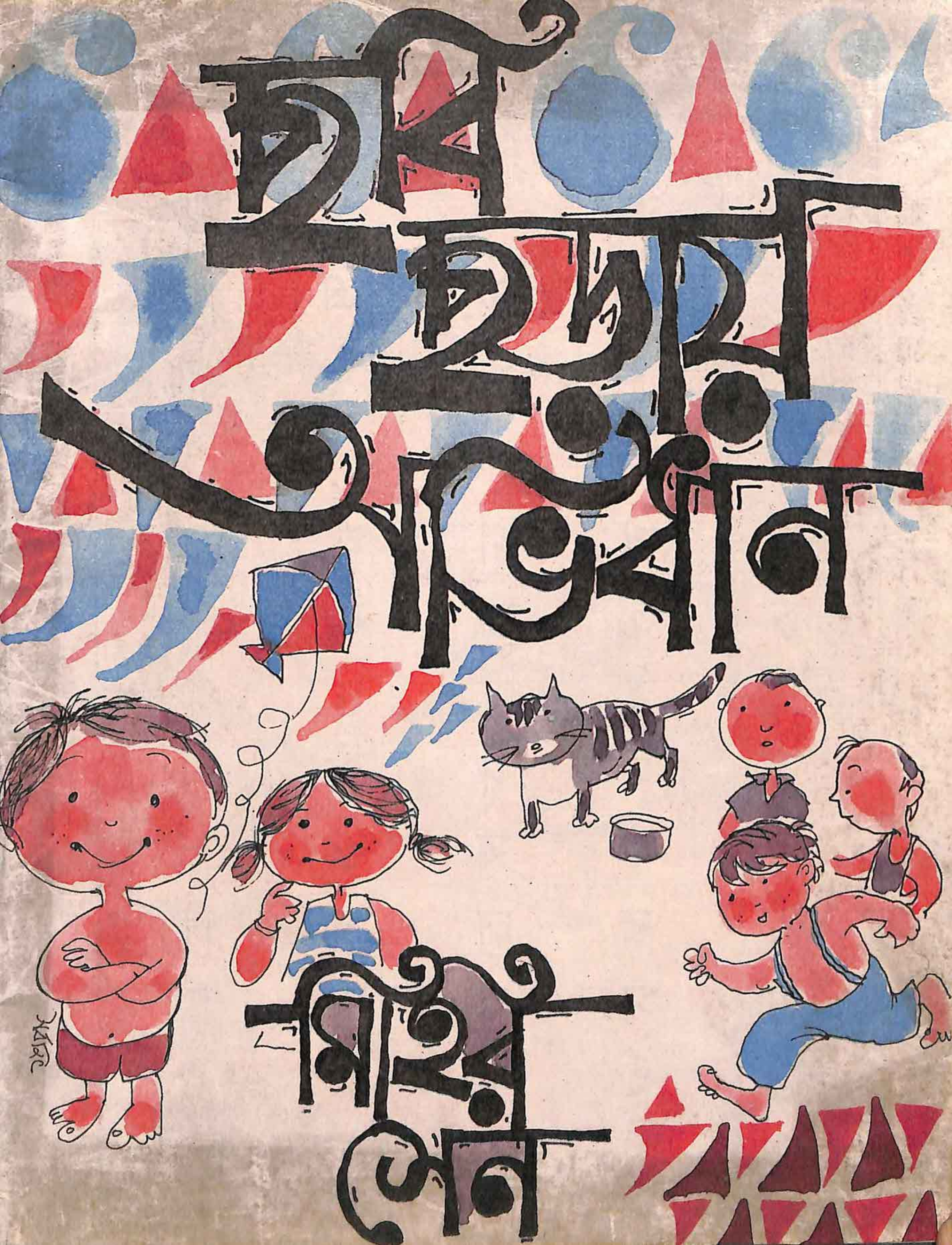

ছবি
ছড়ায়
অভিধান
মিহির
সেন

বাংলা ভাষার বর্ণমালা

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ	উ
ঊ	ঋ	ঌ	এ	ঐ
ও	ঔ			

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ



ছবি ছড়ায় অভিধান

মিহির সেন

লি পি কা
৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

□

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ সর্বজিৎ সেন

□

টাইপ সেটিং ঃ
দি বেঙ্গল পি টি এস এন্ড কম্পিউটার সেন্টার
৯এ, রায় বাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৬
মুদ্রণ ঃ
দেবাশিস প্রেস, ৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬
প্রকাশক ঃ ডি. চক্রবর্তী
৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

লি পি কা
৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

□

মূল্য—১২ টাকা



অভিভাবকদের প্রতি



বাংলা ভাষায় এ-ধরনের বই এই প্রথম । শুরুতেই তাই বইটির উদ্দেশ্যর কথা ভেবে নিতে হয়েছিল ।

বইটির প্রধান উদ্দেশ্য চারটি । ছবি ছড়ার মজার মধ্য দিয়ে–

ঃ ছোটদের চেনা জানা জিনিস বা প্রাণীর ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ।

ঃ নাম শোনা কিন্তু নিয়মিত না দেখা বা অচেনা প্রাণী বা বস্তুর সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ।

ঃ নতুন কিছু শব্দ বা প্রতিশব্দর সঙ্গে তাদের পরিচিত করা ।

ঃ প্রচলিত কিছু বিশেষণের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে, একটি পদে কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা বুঝিয়ে দেওয়া ।

যে বর্ণে বাংলা শব্দ সংখ্যা কম, এবং যা ছোটদের কাছে সহজগ্রাহ্য নয়, তা বইটিতে ব্যবহৃত হয় নি ।

প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় সেই বর্ণের শব্দর অর্থ যতদূর সম্ভব ছোটদের বোঝার মত করে, পৃষ্ঠার নিচে আলাদাভাবে দেওয়া থাকছে । একই শব্দর একাধিক অর্থের ক্ষেত্রে, ছড়ার সঙ্গে যুক্ত অর্থটিই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে । যে সব শব্দর অর্থ ছড়াতেই বলা আছে, আলাদাভাবে তার অর্থ দেওয়া হয় নি । প্রয়োজন বোধে বর্ণযুক্ত শব্দর বাইরেও দু-একটি শব্দর অর্থও দেওয়া হয়েছে ।

একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য তিন ধরনের ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে বইটিতে ।

বইটি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসেবে 'কিশলয়' পড়ে বলে, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে 'কিশলয়'-র প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে ।

বইটি ছোটদের পড়ানোর সময় বড়দের এই কটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাই ।

মিহির সেন

অ

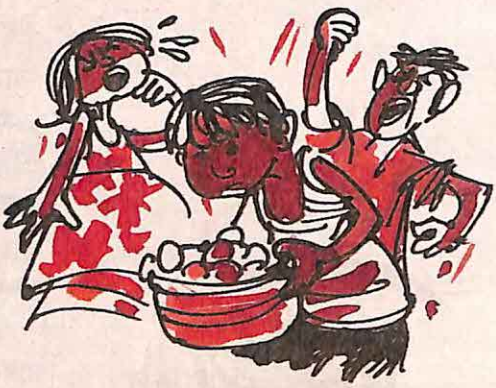
অজ, মানে ছাগ গিলে খায়
তাই সে অজগর ।





অলঙ্কারে সাজছে কনে
কোথায় গেল বর ?

অংশ নিয়ে ভাইবোনেতে
করছে কাড়াকাড়ি ।





অট্টালিকা তাকেই বলে
প্রকাণ্ড যে বাড়ি ।

অজগর—সবচেয়ে বড় জাতের সাপ। বিষধর নয় ॥
অলঙ্কার—গয়না ॥ প্রকাণ্ড—খুব বড় ॥

আ

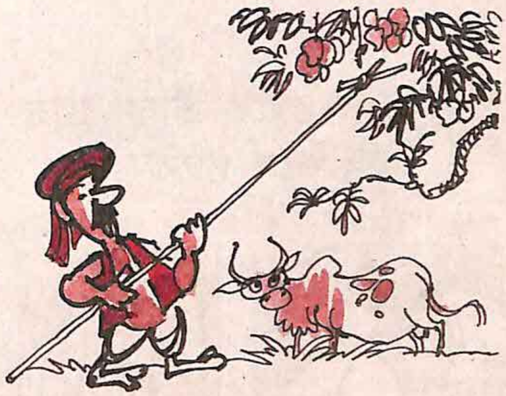
আস্তাবলই বলে তাকে
যেথায় ঘোড়া থাকে ।

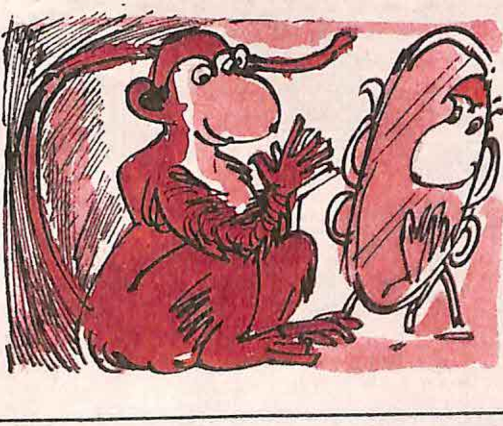




আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে
দিচ্ছে আড়ি কাকে ?

আঁকশি দিয়ে উঁচু ডালের
আম পাড়ছে মালী ।





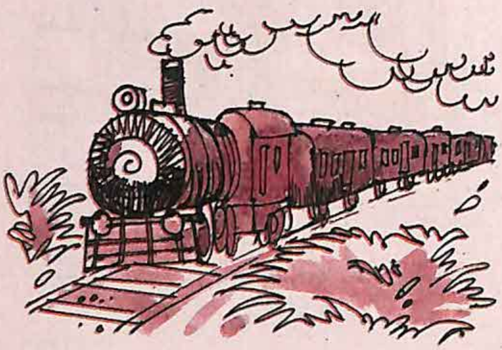
আরশিতে মুখ দেখে হনু
দিচ্ছে করতালি ।

আড়াল—কোন গোপন জায়গা ॥ আঁকশি— লম্বা বাঁশ বা লগি, যার মাথার দিকে একটি বাঁকানো অংশ থাকে ॥ আরশি— আয়না ॥

ই

ইঁটের পরে ইঁট সাজিয়ে
তৈরী করে বাড়ি ।

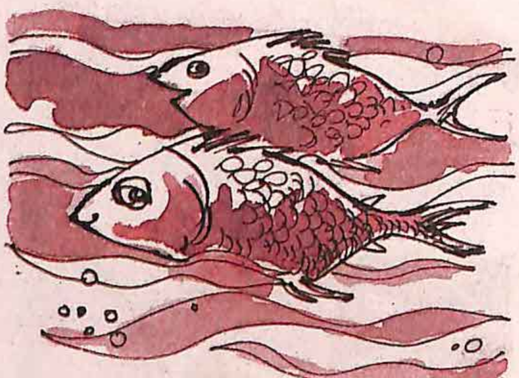




ইঞ্জিনটা টানে বলেই
চলে রেলের গাড়ি ।

ইলিশ খেতে ভীষণ ভাল
মিষ্টি জলে থাকে ।





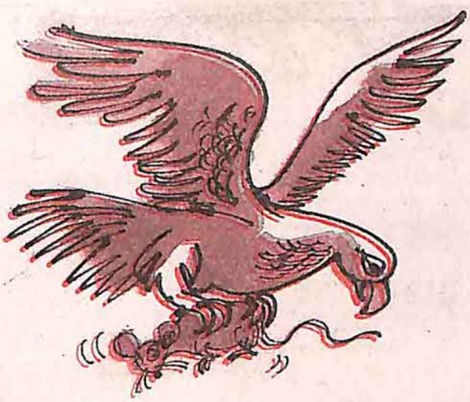
ইষ্টিকুটুম এলে পরে
যত্ন কর তাকে ।

ইঞ্জিন—বাষ্প বা বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র । রেল- গাড়িতে সেই যন্ত্র একেবারে সামনের যে কামরায় থাকে তাকেও ইঞ্জিন বলা হয় ॥ ইষ্টিকুটুম—আত্মীয় ॥

ঈ

ঈদের দিনে লায়লা আবু
নতুন জামা পরে ।





ঈগল পাখি তীক্ষ্ণ নখে
শিকারগুলো ধরে ।



ঈশান কোণে মেঘ জমেছে
ঝড় আসছে হেঁকে ।

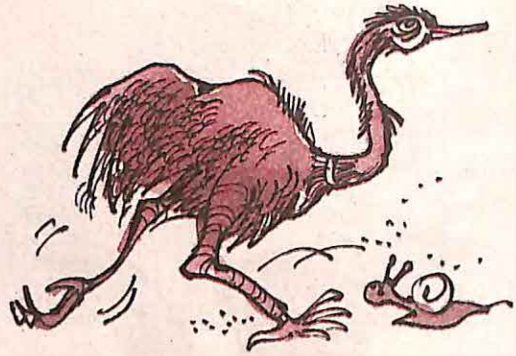


ঈর্ষা করা নয় কো ভাল
নিন্দা করে লোকে ।

ঈদ—মুসলমানদের একটি বড় পর্ব ॥ ঈশান— উত্তর-পূর্ব কোণ ॥
ঈর্ষা—হিংসা ॥ তীক্ষ্ণ— অত্যন্ত ধারালো ॥

উ

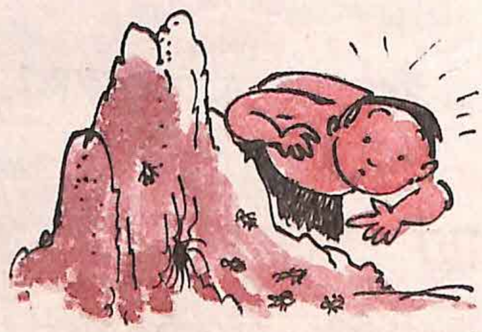
উটপাখি সে নামেই পাখি
উড়তে শেখে নাই ।





উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে
মাদুরে দুই ভাই ।

উই পোকারা দেখতে ছোট
কিন্তু বিশাল বাড়ি ।



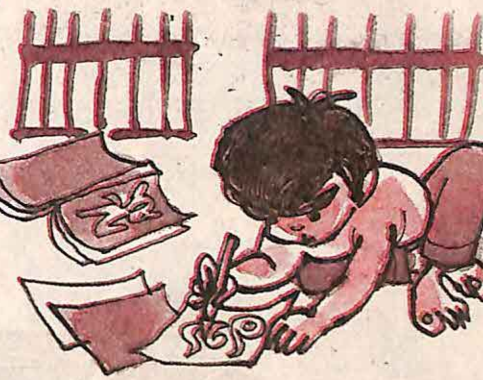


উনুন জ্বেলে রাঁধছে বসে
ঠাকুমা তরকারি ।

উটপাখি—আফ্রিকার একজাতের পাখি উটের মত লম্বা গলা ॥ উপুড়—যার সামনের দিক নিচে আর পেছনের দিক উপরে ॥ উনুন—রান্না করার জন্য মাটি দিয়ে তৈরী আখা বা চুলা ॥

ঊ

ঊনিশ লেখা শিখছে খোকা
একের পিঠে নয় ।

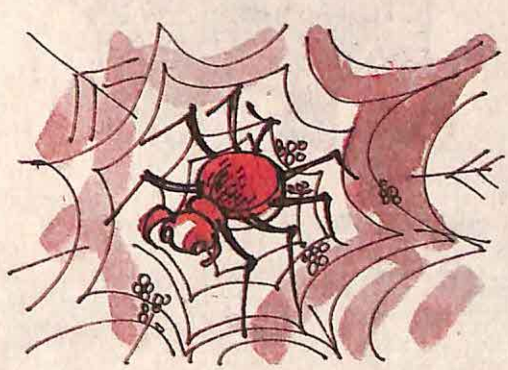




ঊর্মি মানে, খোকন জানে,
ঢেউকে বলা হয় ।

ঊরু ভাঙ্গে গদার ঘায়ে
দুর্যোধনের ভীম ।





ঊর্ণনাভ জালের মাঝে
রাখছে পেড়ে ডিম ।

ঊরু—মানুষের দেহের কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ॥
ঊর্ণনাভ—মাকড়সা ॥

এ

একতারাতে একটি তারে
বাজে অনেক সুর ।

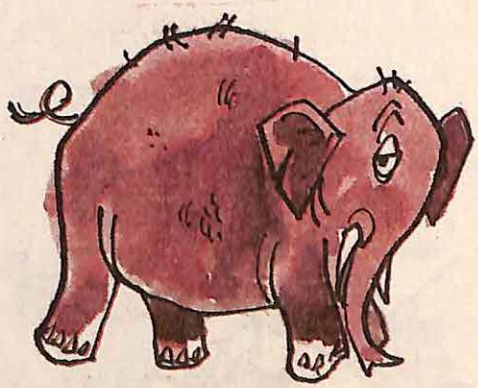




এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে
যাচ্ছে বহুদূর ।

ঐ

ঐরাবতই জীবজগতে
সবচে' বড় প্রাণী ।





ঐ যে দেখ রাজা এবং
এই যে দেখ রাণী ।

একতারা–একতারের বাদ্যযন্ত্র ॥ এক্কা– ঘোড়ায় টানা এক ধরনের গাড়ি ॥
ঐরাবত–হাতি ॥

ও

ওলকপি যে ওল বা কপি
নয়, খুকু তা জানে ।





ওজন করে বাটখারাতে
দোকানী সবখানে ।

ঔ

ঔদরিকের মানে জান ?
পেটুক বলে যারে ।





ঔষধ আর পথ্য পেলে
অসুখ যাবে সেরে ।

ওলকপি—এক ধরনের তরকারি ॥
ঔষধ—ওষুধ ॥ পথ্য—রোগীর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য ॥

ক

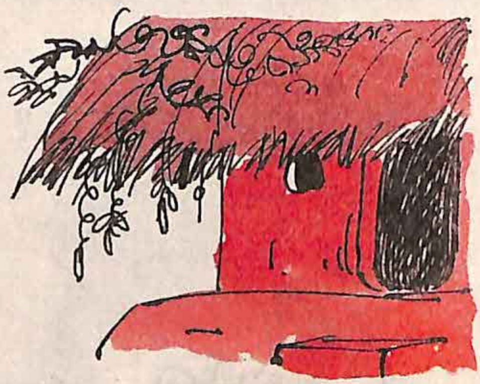
কুমোর গড়ে কলসি হাঁড়ি
ঘুরিয়ে চাকিখান ।

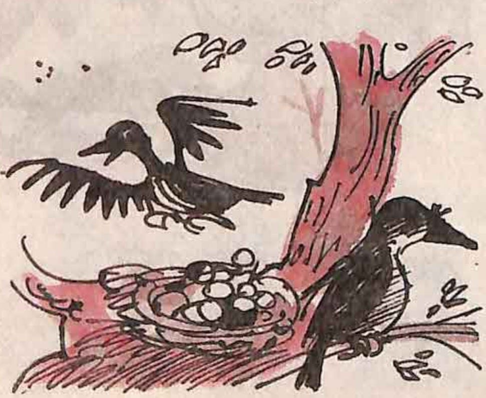




কাস্তে হাতে কিষান কাটে
ধানের খেতে ধান ।

কুঁড়ে ঘরের খড়ের চালে
লতায় ঝোলে শিম ।



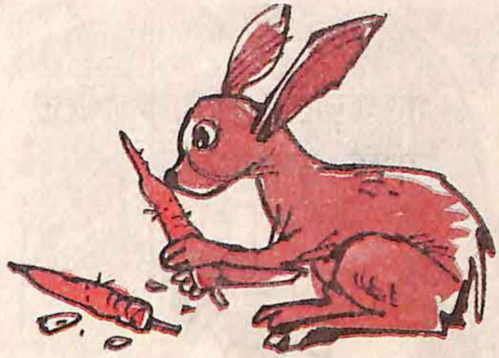


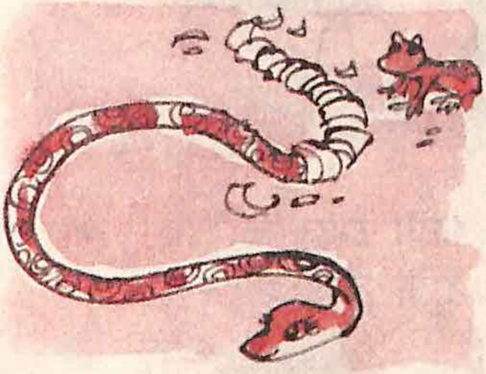
কাকের বাড়ি কোকিল পাড়ে
লুকিয়ে এসে ডিম ।

কুমোর—যারা মাটির পাত্র বা পুতুল তৈরী করে ॥ কাস্তে—ধান বা অন্যান্য শস্য কাটার বাঁকা দাঁতালো ছুরি ॥ কিষান—কৃষক ॥ কুঁড়ে—খড় বা পাতায় ছাওয়া দরিদ্রের ছোটঘর ॥

খ

খরগোশেরা গাজর নাকি
সবচে' ভালবাসে ।





খোলস ছেড়ে সময় হলে
সাপ বেরিয়ে আসে ।

খড়্গ হাতে দস্যু আসে
দেখতে ভয়ঙ্কর ।





খড়ম পায়ে খোকন সোনা
ঘুরছে সারা ঘর ।

খোলস–বাইরের আবরণ ॥ খড়গ–খাঁড়া ॥ খড়ম–কাঠের পাদুকা ॥ দস্যু–ডাকাত ॥
ভয়ঙ্কর–যাকে দেখে মনে ভয় জাগে ॥

গ

গড়গড়াতে তামাক খেতে
দাদুই ভালবাসে ।





গাট্টা মেরে ভাইকে দাদা
ঠাট্টা বলে হাসে ।

গিরগিটি ও টিকটিকি না,
জঙ্গলেতে বাস ।





গুলতি ছুঁড়ে দুষ্টু ছেলে
মারছে দেখ হাঁস ।

গড়গড়া–তামাক খাবার বড় হুঁকো জাতীয় জিনিস ॥ গাট্টা–হাত মুঠ করে আঙ্গুলের গাঁট দিয়ে আঘাত করা ॥ গুলতি–গুলি বা পাথরের টুকরো ছোড়ার জন্য ধনুক ॥

ঘ

ঘণ্টা বাজে মন্দিরেতে
সঙ্গে বাজে কাঁসি ।





ঘোমটা দিয়ে বউটি সেজে
খুকুর সে কী হাসি !

ঘুলঘুলিতে খড়কুটাতে
চড়ুই করে বাসা ।



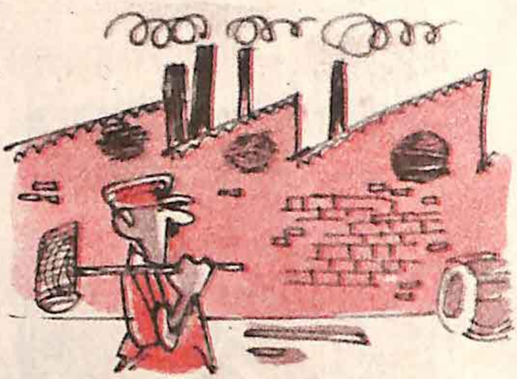


ঘাগরা পরে নূপুর পায়ে
নাচছে মেয়ে খাসা ।

ঘণ্টা—কাঁসা দিয়ে তৈরী এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ॥ ঘোমটা—মাথায় কাপড় ॥ ঘুলঘুলি—ঘরের দেওয়ালের গোলাকার বড় ছিদ্র ॥ ঘাগরা—মেয়েদের এক ধরনের পোশাক ॥ কাঁসি—কাঁসা দিয়ে তৈরী বাদ্যযন্ত্র ॥ খাসা—চমৎকার ।

চ

চিমনিতে ধোঁয়া ওঠে
কারখানা থেকে ।

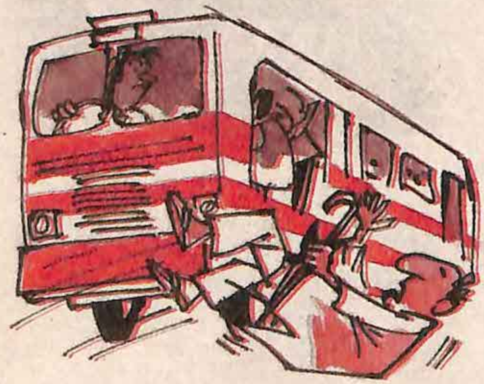




চরকায় সুতো কাটা
খুকু বসে শেখে ।

চিতাবাঘ গায়ে দাগ
গোলগোল কালো ।





চলন্ত ট্রামে বাসে
না ওঠাই ভাল ।

চিমনি—ধোঁয়া বের করার লম্বা গোলাকার চোঙা ॥ চরকা—হাতে সুতা কাটার যন্ত্র ॥ চলন্ত—যা চলছে ॥

ছ

ছিপ ফেলে মাছ ধরে
ছিপছিপে ছেলে ।





ছানা হয় দুধ থেকে
বল হয় খেলে ।

ছুতোর বানায় খাট
টেবিল চেয়ার ।





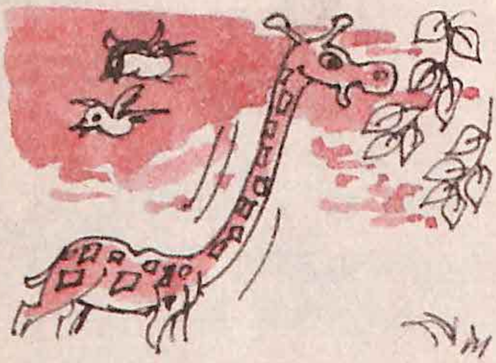
ছোবল দিচ্ছে সাপ
ফণা তুলে তার ।

ছিপ—বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী মাছ ধরার লম্বা দণ্ড । মাথায় বর্শির সুতো বাঁধা থাকে ॥ ছিপছিপে—লম্বা ও পাতলা ॥ ছুতোর—কাঠের মিস্ত্রি ॥ ছোবল—মুখ দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ ॥

জ

জোকার মজার খেলা
করে সার্কাসে।





জিরাফ গাছের পাতা
খেতে ভালোবাসে।

জটাধারী সন্ন্যাসী
বসেছেন ধ্যানে।



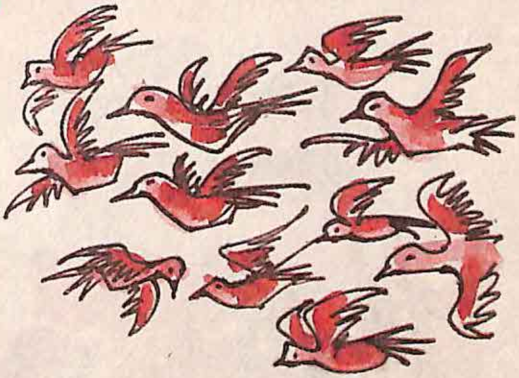


জঞ্জাল জড়ো করে
ফেল ডাস্টবিনে।

জিরাফ–লম্বা-গলা, আফ্রিকার পশু ॥ জটাধারী–যার মাথার চুল জড়িয়ে চাপ বেঁধে গেছে ॥ জঞ্জাল–আবর্জনা ॥ ধ্যান– গভীরভাবে ভগবানকে চিন্তা করা ॥ ডাস্টবিন–ময়লা ফেলার বড় পাত্র ॥

ঝ

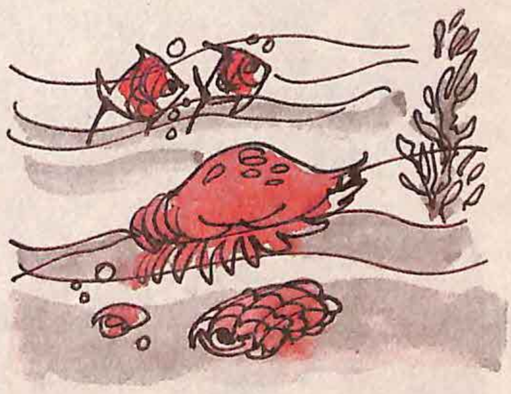
ঝাঁক বেঁধে উড়ে পাখি
ফিরে যায় ঘরে ।





ঝাউবন বাতাসেতে
শন্‌শন্‌ করে ।

ঝিনুকে মুক্তো থাকে
সাগরের তলে ।





ঝিকিমিকি আকাশের
বুকে তারা জ্বলে ।

ঝিনুক—সমুদ্রের প্রাণী । দেহ বাক্সর ডালার মত দু'টি শক্ত ঢাকনা দিয়ে তৈরী । ঢাকনা দু'টি ইচ্ছেমত বন্ধ করতে পারে ॥ ঝাঁক— অনেকে মিলে একটি দল ॥ ঝিকিমিকি— আলোর চঞ্চল দীপ্তি ॥

ট

টমটম টানে ঘোড়া
টগবগ করে ।





টোপর মাথায় বর
বিয়ের আসরে ।

টেলিফোনে দূর থেকে
কথা যায় শোনা ।





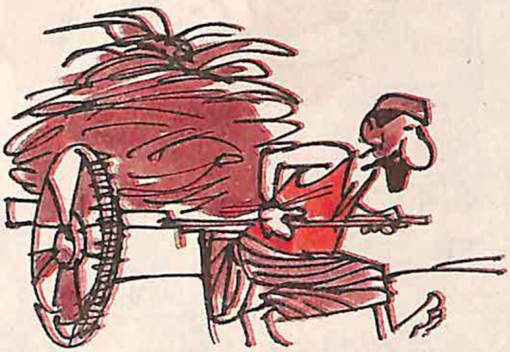
টিকটিকি দেয়ালেতে
করে আনাগোনা ।

টমটম—এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার খোলা গাড়ি ॥ টোপর— সোলা ও জরির তৈরী বরের মুকুট ॥ টেলিফোন—দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য বিদ্যুৎযুক্ত যন্ত্র ॥

ঠ

ঠ্যাং সরু বড় ডানা
সারস পাখির ।





ঠেলাতে বোঝাই মাল
টানছে জাকির ।

ঠাস্ঠাস্ মশা মেরে
কাটে সারা রাত ।





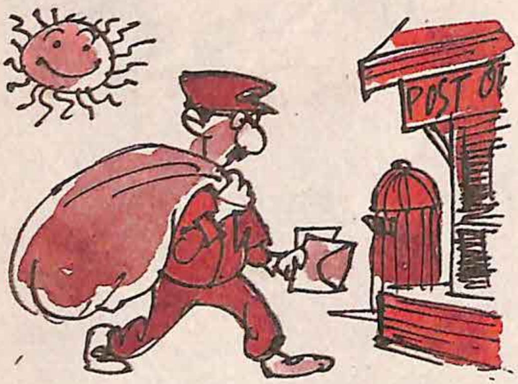
ঠোক্কর খেয়ে খোকা
হল কুপোকাত ।

ঠ্যাং–পা । ঠাস্ঠাস্–জোরে জোরে চড় মারার শব্দ । ঠোক্কর–হোঁচট খাওয়া ॥
কুপোকাত–মাটিতে পড়ে যাওয়া ।

ড

ডিগবাজি খায় নাতি
দাদু দেখে হাসে ।





ডাকঘরে থলি ভরে
সব চিঠি আসে ।



ডিঙি বেয়ে খালে-বিলে
মাছ ধরে জেলে ।



ডাম্বেল ভাঁজে দেখ
পালোয়ান ছেলে ।

ডিগবাজি—মাথা নীচু করে দেহ উলটানো ॥ ডাকঘর—চিঠিপত্র, টাকাপয়সা, টেলিগ্রাম ইত্যাদি পাঠাবার সরকারী অফিস ॥ ডিঙি— এক ধরনের ছোট দেশী নৌকা ॥ ডাম্বেল— ব্যায়াম করার জন্য কাঠের গদার মত একরকম জিনিস ॥

ঢ

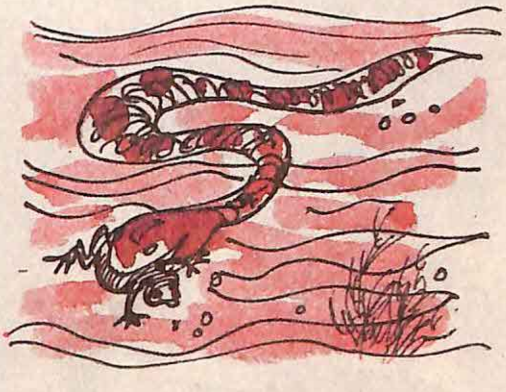
ঢোলক বাজায় ঢুলী
টাক ডুমাডুম।





ঢেঁকি পাড় দেয় বউ
চোখে নাই ঘুম।

ঢোঁড়া সাপ জলে ঘোরে
গায়ে ডোরা দাগ।





ঢিপির উপরে বসে
ওঁৎ পেতে বাঘ।

ঢোলক—ঢোল ॥ ঢেঁকি—ধান বা অন্য শস্য কুটবার জন্য কাঠের তৈরী যন্ত্র ॥
ঢিপি— মাটির স্তূপ ॥

ত



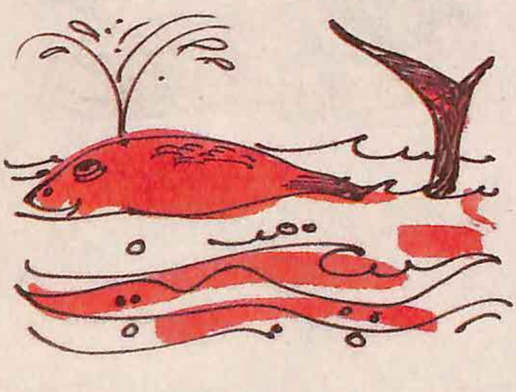
তানপুরা নিয়ে গান
গায় এক মনে ।



তরী বেয়ে তীরে আসে
মাঝি দুই জনে ।



তুলি আর রঙ দিয়ে
খুকু ছবি আঁকে



তিমি সে বিরাট মাছ
সাগরেতে থাকে ।

তানপুরা—এক রকম বাদ্যযন্ত্র ॥ তরী— নৌকা ॥ তীর—নদী, সমুদ্র ইত্যাদির পাড় ॥
তুলি—ছবি আঁকবার বা রং লাগাবার জন্য লোমের তৈরী লেখনী ॥

থ

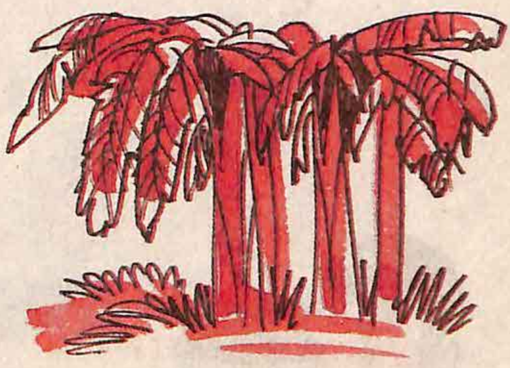
থার্মোমিটারে দেখ
জ্বর কত গায়ে ।

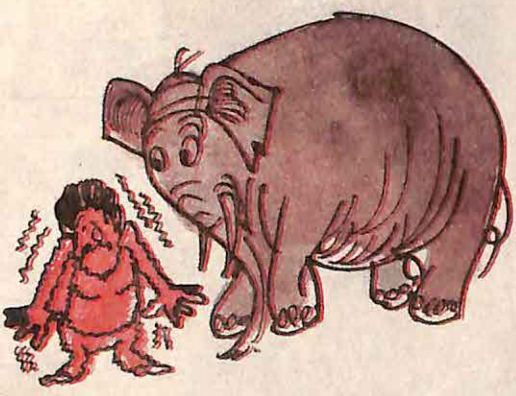




থোকা-থোকা ঝুলে আছে
আঙ্গুর লতায় ।

থোর মোচা পাওয়া যায়
কলাগাছ থেকে ।





থর-থর কাঁপে লোক
বুনো হাতি দেখে ।

থোকা-থোকা—একসঙ্গে প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো অনেক ফুল বা ফল ॥
থোর— কলাগাছের ভেতরের সারাংশ ॥ থর-থর— ভীষণভাবে কাঁপা ॥

দ

দোলনায় দোলে খুকু
গায় গুনগুন ।





দমকল ছুটে আসে
লাগলে আগুন ।

দস্তানা হাতে দিয়ে
দাদু বসে আছে ।



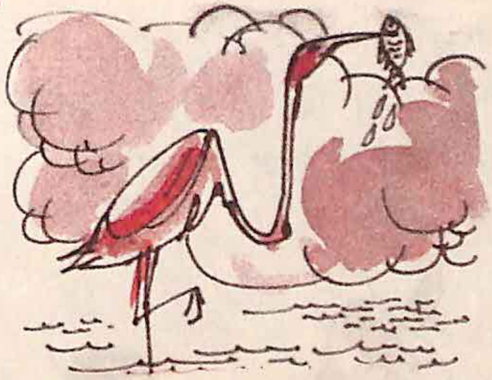


দূরবীন চোখে দিলে
দূর আসে কাছে ।

দমকল–আগুন নেভানোর যন্ত্র ॥ দস্তানা– হাতের মোজা ॥
দূরবীন–দূরের জিনিস বড় দেখা যায় যে যন্ত্রে ॥

ধ

ধপধপে সাদা বক
খাড়া এক পায়ে।





ধুনারি তুলোতে লেপ
তোষক বানায়।

ধান থেকে চাল হয়
চাল থেকে ভাত।





ধুকপুক করে বুক
এলে ঝোড়ো রাত।

ধপধপে–অতিশয় সাদা ও উজ্জ্বল ॥ খাড়া– সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ॥

ন

নীড় মানে কি ? পাখির বাসা
অন্য নীর-এ জল বোঝায় ।





নূপুর পায়ে নাচছে খুকু
খোকন বসে নাগরা পায়ে ।

নেউলে সাপে যেই না দেখা
অমনি শুরু জোর লড়াই ।





নোঙর থাকে আঁকড়ে মাটি
যায় না ভেসে নৌকা তাই ।

নাগরা—এক ধরনের চামড়ার জুতো ॥ নেউল—বেজি ॥ নোঙর—শিকল বা কাছির সঙ্গে বাঁধা লোহার অঙ্কুশের মত একটি জিনিস ॥

প

পেখম মেলে ময়ূর নাচে
পেখম তো নয়, আলপনা ।





পালকি চলে দুল্‌কি চালে
পথটি রোদে জালবোনা ।

পিঁপড়ে জেনো দেখতে ছোট
কিন্তু খুবই বুদ্ধি তার ।





পেঁচা ঘুমায় দিনের বেলা
রাত্রে ধরে তার শিকার ।

পেখম—ময়ূর বা অন্য পাখির ছড়িয়ে দেওয়া লেজ বা ডানা ॥ পালকি—মানুষ বহন করে নিয়ে যায় এরকম যান ॥ দুলকি—দোলজনক মৃদু গমনভঙ্গি ॥

ফ

ফাঁদ পেতেছে শিকারী দল
ধরবে বলে বাঘের ছানা ।

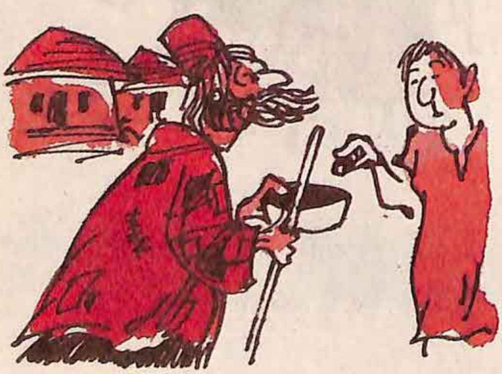




ফটক ভেঙ্গে ডাকাতগুলো
গভীর রাতে দিচ্ছে হানা ।

ফোকলা মুখে হাসছে দাদু
দেখছে নাতি অবাক চোখে ।





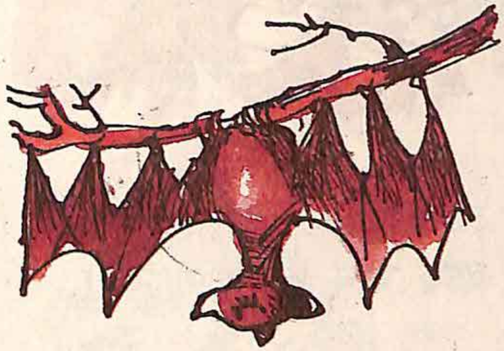
ফকির এলে ভিক্ষে দিলে
আল্লা দোয়া করেন তাকে ।

ফাঁদ–পশুপাখি ধরার যন্ত্র বা কৌশল ॥ ফটক–বড় সদর দরজা ॥ ফোকলা–দাঁত-বিহীন ॥ ফকির–মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক ॥ হানা–আক্রমণ করা ॥

ব

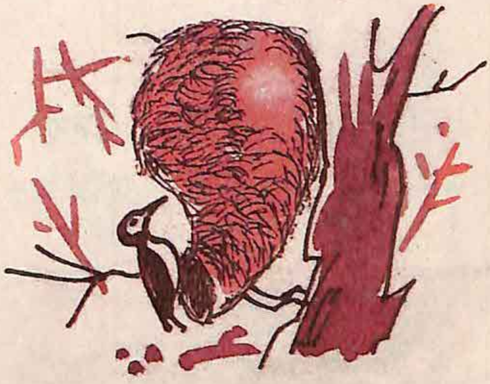
বাল্মীকি যে লিখেছিলেন
রামায়ণ তা জানতে আগে ?





বাদুড়গুলো উল্টে গিয়ে
কেমন ঝুলে ঘুমিয়ে থাকে !

বাবুই পাখি নিপুণ বড়
ঘর বানাতে গাছের ডালে ।





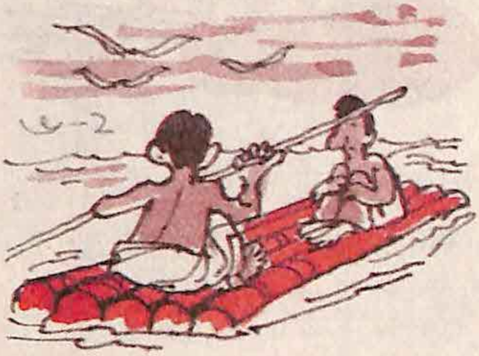
বর্শা হাতে যাচ্ছে সেনা
যুদ্ধ হবে কাল সকালে ।

বাদুড়—একজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী । উড়তে পারে ॥
বর্শা—লম্বা, সূক্ষ্মমুখ একরকম অস্ত্র ॥

ভ

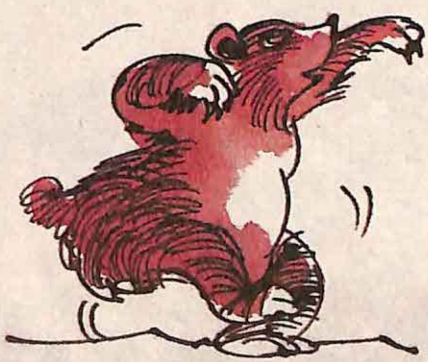
ভূত বলে ভাই নেইকো কিছু
ভয় পেও না সত্যি ভেবে ।





ভেলায় চেপে যাচ্ছে ওরা
হচ্ছে মনে দূরেই যাবে ।

ভালুক ভায়া নাচছে, দেখ
এই শুয়ে সে পড়বে জ্বরে ।





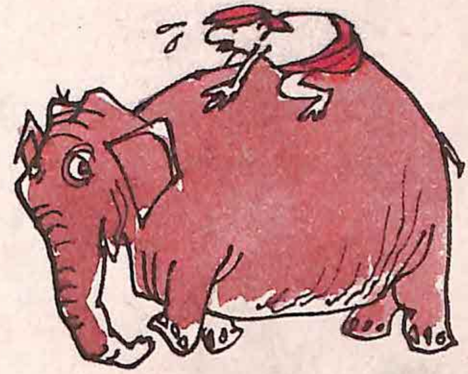
ভোঁদড় ভায়া বেশ শিকারী
মাছ ধরে সে ডুব সাঁতারে ।

ভেলা—এক সঙ্গে বাঁধা কাঠ বা কলাগাছের কাণ্ড, যা জলে ভাসে ॥

ভোঁদড়—অনেকটা বিড়ালের মত দেখতে এক জাতের প্রাণী ॥

ম

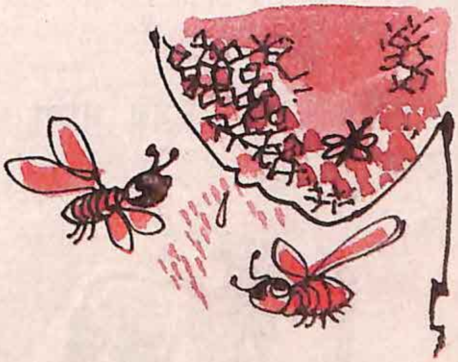
মাহুত বসে হাতির পিঠে
হাতি তাকেই মানবে শুধু ।

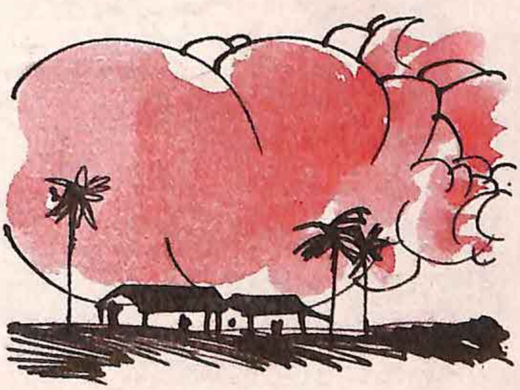




মৌটুসী এক ছোট্ট পাখি
খায় উড়ে সে ফুলের মধু ।

মৌচাকেতে মৌমাছিরা
আনছে মধু করছে জড়ো ।





মেঘ জমেছে আকাশ জুড়ে
আসতে পারে বৃষ্টি ঝড়ও ।

মাহুত—হাতির চালক ॥ মৌচাক—মৌমাছির মোম দিয়ে তৈরী বাসা ॥

য

যুঁই ফুলটি দেখতে ছোট
গন্ধ তবু মন-মাতানো ।





যুবরাজ সে রাজার ছেলে
নেই জীবনে দুঃখ কোন ।

জাঁতায় পিষে গমের দানা
বের করেছে বউটি আটা ।





যষ্টি ছাড়া বুড়ো দাদুর
রাস্তাঘাটে কষ্ট হাঁটা ।

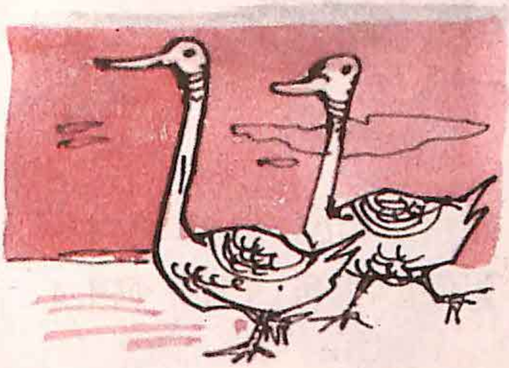
জাঁতা—শস্য পেষণ করার জন্য দু'টি পাথরের চাকতি দিয়ে তৈরী যন্ত্র ॥

যষ্টি—লাঠি, ছড়ি ॥ পেষা—চাপ দিয়ে ভাঙ্গা ॥

র

রবি ঠাকুর বিশ্বকবি
নোবেল জিতে আনেন দেশে।





রাজহংস লম্বা গলা
ফিরছে বাড়ি দিনের শেষে।



রনপায়ে ছুটছে ডাকাত
বনজঙ্গল দিচ্ছে পাড়ি।

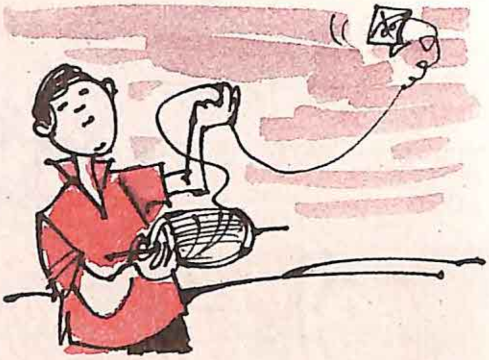


রথ চলেছে গড়গড়িয়ে
সবাই মিলে টানছে দড়ি।

রনপা—দ্রুত হাঁটার জন্য এক জোড়া লম্বা বাঁশের খুঁটি॥
নোবেল—বিশ্ববিখ্যাত পুরস্কার॥ বনবাদাড়—জঙ্গল॥

ল

লাটাই থেকে ছাড়ছে সুতো
উড়ছে ঘুড়ি দূর আকাশে ।





লাগাম হাতে চালক বসে
ছুটলে ঘোড়া ধরবে কষে ।

লজ্জাবতী লতার পাতা
যায় গুটিয়ে একটু ছুঁলে ।







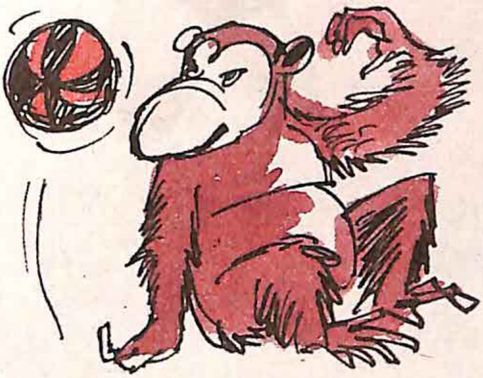
লুঙি পরে রহিম চাচা
লাঙল কাঁধে নিচ্ছে তুলে

লাটাই–সুতো গুটাবার যন্ত্র বা চরকি ॥
লাগাম–ঘোড়ার বল্‌গা বা রাশ ॥

শ

শিল-নোড়াতে মসলা বাটে,
তৈরী কিসে ? পাথর দিয়ে ।





শিম্পাঞ্জী সার্কাসেতে
দেখায় খেলা বলটি নিয়ে ।



শেয়াল ভায়া চালাক ভারী
লেজ দিয়ে সে কাঁকড়া ধরে ।



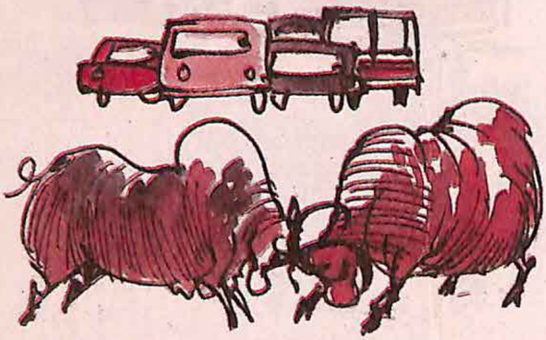
শুঁড় উঁচিয়ে বাচ্চা হাতি
শিখিয়ে দিলে সেলাম করে ।

শুঁড়—কোন কোন পশুর লম্বা গোলাকার মুখ বা নাক ॥

ষ



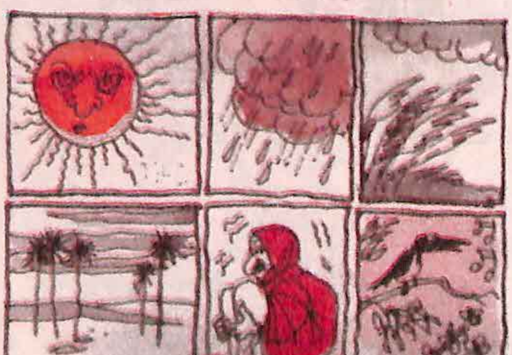
ষণ্ডা মত লোকটি দেখ
তুলছে কত ওজন ভারী ।



ষণ্ডদুটো লড়ছে পথে
দাঁড়িয়ে গেছে বাস ও গাড়ি ।



ষড় করছে ভাই দুটিতে
পাড়বে কলা কেমন করে ।



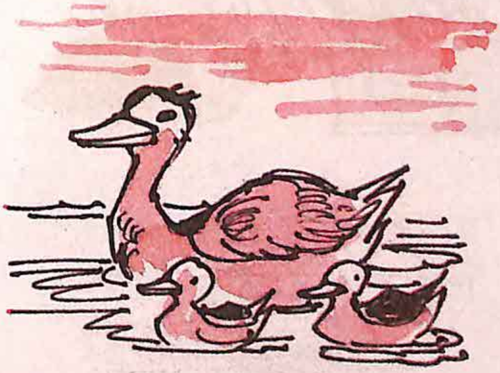
ষষ্ঠ মানে ছয়, এবং
ছয় ঋতুতে বছর ঘোরে ।

ষণ্ডা–ষাঁড়ের মত গোঁয়ার বা বলবান ॥
ষণ্ড–ষাঁড় ॥ ষড়–গোপন পরামর্শ বা চক্রান্ত ॥

স

সাপুড়িয়ার বাঁশির সুরে
সাপ দাঁড়িয়ে দোলায় ফণা ।

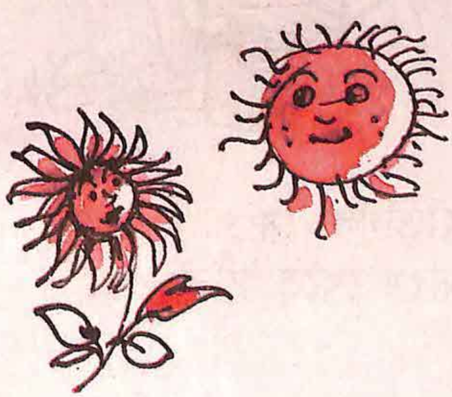




সরোবরে দিচ্ছে সাঁতার
মায়ের সাথে হাঁসের ছানা ।



সঁজারুদের পিঠের কাঁটা
হয় খাড়া ভয় আসলে মনে ।



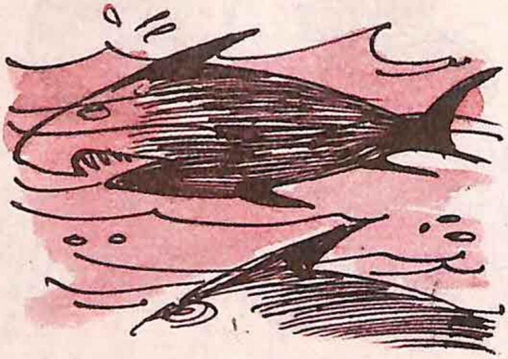
সূর্যমুখী সারাটি দিন
তাকিয়ে থাকে সূর্য পানে ।

সাপুড়িয়া–সাপ ধরে বা সাপ নিয়ে খেলা দেখায় যারা ॥
সরোবর–বড় পুকুর বা জলাশয় ॥ সূর্যমুখী–এক জাতের হলুদ ফুল ॥

হ

হারমোনিয়াম নিয়ে খুকু
সাধছে গলা তব্‌লা সাথে ।





হাঙর থাকে সাগর জলে
শিকার ধরে তীক্ষ্ণ দাঁতে ।



হামানদিস্তা দিয়ে দিদা
পান সুপুরি ছেঁচছে বসে ।



হাড়গিলা সে পাখি হলেও
মাংস খেতে ভালইবাসে ।

হাঙর–হিংস্র সামুদ্রিক মাছ বা প্রাণী ॥ হামানদিস্তা–বিভিন্ন জিনিস পিটিয়ে গুঁড়া করার জন্য কানা-উঁচু লোহার পাত্র বা দণ্ড ॥

বিদেশী শব্দ

কয়েক শ' বছর ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ ভ্রমণ বা রাজ্যজয়ের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে বহু লোক এসেছে আমাদের দেশে। তাদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষার ভেতর ঢুকে পড়েছে অনেক বিদেশী শব্দ। মিশে গেছে আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে। যেমন—





আরবী শব্দ

তারিখ দেখে হিসেব করে
জাহাজ চেপে এসে,
হাকিম বসেন আদালতে
কলম হাতে হেসে।

ফারসী শব্দ

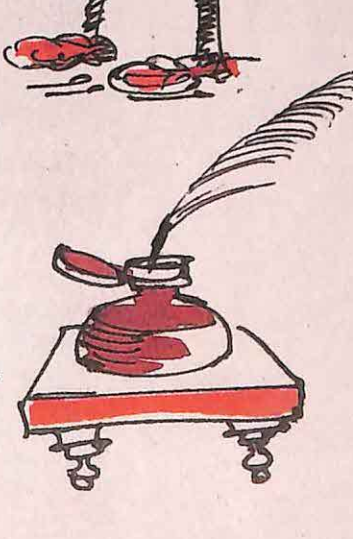
খাতা দোয়াত পর্দা রুমাল
দোকান থেকে কিনে
সিন্দুকে সব লিস্টি করে
রেখেছি সাবধানে।

পর্তুগীজ শব্দ



আলপিন আর বোতাম সরা,
আলমারিতে রাখি
পেয়ারা পেঁপে আর আনারস,
রইল আতা বাকী।

ইংরাজী শব্দ



ট্রামে বাসে ট্যাক্সি রেলে
ভিরমি খেয়ে ভীড়ে,
সিনেমা আর না দেখে যাই
হসপিটালে ফিরে



ছোটদের জন্য
বাংলা ভাষায় প্রথম

মন মাতানো ছড়া আর
চোখ জুড়ানো ছবি নিয়ে
এক অভিনব অভিধান

❖ ছবি ছড়ায় অভিধান ❖

বইটির বিশেষত্ব

ঃ ছোটদের চেনা জানা জিনিস বা প্রাণীর ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ঃ নাম শোনা কিন্তু নিয়মিত না দেখা বা অচেনা প্রাণী বা বস্তুর সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

ঃ নতুন কিছু শব্দ বা প্রতিশব্দর সঙ্গে তাদের পরিচিত করা।

ঃ প্রচলিত কিছু বিশেষণের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে, একটি পদে কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা বুঝিয়ে দেওয়া।

